শ্রুতি সপ্তকস্থিত স্বরসমূহের ক্রমোচ্চতা-পরিমাপক একক বা unit -বিশেষের 'শ্রুতি' নামকরণ সম্বন্ধে বলা যায় যে, স্বরের এই ক্রমোচ্চতা একমাত্র শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারাই অনুভূত হয়, অন্য কোনও ইন্দ্রিয় দ্বারা হইতে পারে না, এজন্যই ইহার নাম শ্রুতি হইয়াছে। স্বরসপ্তকের মধ্যে অনন্ত ধ্বনি বর্ত্তমান আছে, কিন্তু মাত্র বাইশটি

'শ্রুতি' গ্রাহ্য হইয়াছে। ইহার কারণ অনেকে বলেন যে, স্বরসপ্তকের মধ্যে মাত্র বাইশটির বিভেদই কর্ণগোচর হইয়া থাকে। কিন্তু এই ধারণা অনুমান মাত্র, শ্রবণশক্তি সকলের সমান নহে। সঙ্গীতরত্নাকরে বলা হইয়াছে যে, ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়ীদ্বয় হইতে বাইশটি অপ্রত্যক্ষ নাড়ী বহির্গত হইয়াছে, এই নাড়ীগুলি ক্রমিক উচ্চ উচ্চতর রূপে অবস্থিত, এবং এতদ্দ্বারাই শ্রুতিগুলি অনুভূত হয় বলিয়া শ্রুতিসংখ্যা বাইশটি ধার্য্য হইয়াছে।

বস্তুতঃ ১ ফুটকে যেরূপ ১২ ইঞ্চিতে ভাগ করিবার নির্দ্দিষ্ট কোনো কারণ নাই, স্বরসপ্তককে ২২টি শ্রুতিতে ভাগ করিবারও কারণ দেখানো যায় না।

শাস্ত্রকার বাইশটি শ্রুতিকে পাঁচটি জাতিতে বিভক্ত করিয়াছেন। বাইশটি শ্রুতি এবং জাতির নাম নিম্নলিখিত তালিকায় প্রদত্ত হইল। য়ুরোপীয় বৈজ্ঞানিকগণ স্বরসপ্তকের স্বরগুলির ওজন অর্থাৎ ক্রমোচ্চতার পরিমাপ ধ্বনিত-তারের প্রতি সেকেণ্ডে কম্পন-সংখ্যা দ্বারা নিরূপিত করিয়াছেন— এই কম্পনসংখ্যার দ্বারাই প্রত্যেক শ্রুতির ওজন নিরূপিত হইতে পারে। ওজন দ্রষ্টব্য।

অনেক শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের মতে শ্রুতিগুলি সমান নহে, কিন্তু এই মতের কোনও সুপরিকল্পিত যুক্তি দেওয়া হয় নাই। আমরা শ্রুতিগুলিকে সমান বলিয়াই গ্রহণ করিবার পক্ষপাতী, কারণ তদ্ব্যতিরেকে শ্রুতিগুলিকে নিয়মাবদ্ধ করা যায় না। শ্রুতি স্বরসপ্তকের বিষয়ীভূত বস্তু, সুতরাং যে-কোনও একটি স্বরসপ্তকের আদিস্বর ষড়্জের পরিমাণের উপর সেই ষড়্জাশ্রিত স্বরসপ্তকের শ্রুতির ক্রমোচ্চতার পরিমাণ নির্ভর করিতেছে। ষড়্জস্বরের কম্পন-সংখ্যার পরিমাণ যদি 'ক' হয় তাহা হইলে সেই ষড়্জের অপেক্ষায় তার-ষড়্জের পরিমাণ 'ক×২' হইবে; এবং সেই স্বরসপ্তকের প্রত্যেকটি শ্রুতির পরিমাণ 'ক÷২২' হইবে। সেইরূপ ষড়্জ স্বরের পরিমাণ 'খ' হইলে শ্রুতির পরিমাণ 'খ÷২২' হইবে। য়ুরোপীয় বিজ্ঞানিগণ ষড়্জের বহু প্রকার কম্পন-সংখ্যা নির্দ্ধারিত করিয়াছেন, ইহার বিবরণ 'ওজন' শব্দের ব্যাখ্যায় উল্লিখিত হইয়াছে। সর্ব্বোপরি ইহা অবশ্যই স্মরণ রাখিতে হইবে যে, শাস্ত্রকার কম্পনসংখ্যা বিচার করিয়া শ্রুতি নির্দ্ধারণ করেন নাই— একমাত্র শ্রবণশক্তির উপর নির্ভর করিয়াই শ্রুতি নির্দ্ধারিত হইয়াছে। আধুনিক সঙ্গীতবিদ্‌গণ পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক গবেষণার সহিত শাস্ত্রীয় শ্রুতির সমীকরণ করিতে যাইয়া অনর্থক শ্রুতিকে জটিল এবং অবোধ্যতায় পর্য্যবসিত করিয়াছেন এবং "শ্রুতি সমান নহে" এইরূপ মতবাদ প্রচার করিতেছেন। শ্রুতি যদি অসমান হয়, তাহা হইলে 'তিন শ্রুতি' 'চারি শ্রুতি' ইত্যাদি শ্রুতিসংখ্যার

উল্লেখ কেবলমাত্র নিরর্থকই নয়, হাস্যোদ্দীপকও বটে। অতঃপর বাইশটি শ্রুতির বিশদ বিবরণ দেওয়া যাইতেছে।—

সংখ্যা	শ্রুতিনাম	জাতি	সঙ্গীতপারিজাত-অনুযায়ী স্বর	সঙ্গীতরত্নাকর-অনুযায়ী স্বর	প্রচলিত স্বর	ই. ক্লিমেন্টস্-উল্লিখিত কম্পন-সংখ্যা
৪	ছন্দোবতী	মধ্যা	স	স	স	২৪০
৫	দয়াবতী	করুণা	পূর্ব্ব ঋ	—	অতিকোমল ঋ	২৫০
৬	রঞ্জনী	মধ্যা	কোমল ঋ	—	কোমল ঋ	২৫৬
৭	রক্তিকা	মৃদু	ঋ বা পূর্ব্ব গ	ঋ	ঋ	২৬৬⅔
৮	রৌদ্রী	দীপ্তা	তীব্রতর ঋ বা কোমল গ	—	তীব্র ঋ	২৭০
৯	ক্রোধা	আয়তা	গ	গ	কোমল গ	২৮৪⅔
১০	বজ্রিকা	দীপ্তা	তীব্র গ	সাধারণ গ	তীব্রকোমল গ	২৮৮
১১	প্রসারিণী	আয়তা	তীব্রতর গ	অন্তর গ	গ	৩০০
১২	প্রীতি	মৃদু	তীব্রতম গ	চ্যুত ম	তীব্র গ	৩১৬⅔
১৩	মার্জ্জনী	মধ্যা	ম অথবা অতি তীব্রতম গ	ম	ম	৩২০
১৪	ক্ষিতি	মৃদু	তীব্র ম	—	—	৩৩৩⅓
১৫	রক্তা	মধ্যা	তীব্রতর ম	—	তীব্র ম	৩৩৭½
১৬	সন্দীপিনী	আয়তা	তীব্রতম ম	মধ্যমগ্রামোক্ত বা কৌশিক প	তীব্রতর ম	৩৪৫⅔
১৭	আলাপিনী	করুণা	প	প	প	৩৬০
১৮	মদন্তী	করুণা	পূর্ব্ব ধ	—	অতিকোমল ধ	৩৭৫
১৯	রোহিণী	আয়তা	কোমল ধ	—	কোমল ধ	৩৮৪
২০	রম্যা	মধ্যা	ধ বা পূর্ব্ব ন	ধ	ধ	৪০০
২১	উগ্রা	দীপ্তা	তীব্র ধ বা কোমল ন	—	তীব্র ধ	৪০৫
২২	ক্ষোভিণী	মধ্যা	ন বা তীব্রতর ধ	ন	কোমল ন	৪২৬⅔
১	তীব্রা	দীপ্তা	তীব্র ন	কৈশিকী ন	তীব্রকোমল ন	৪৩২

২	কুমুদ্বতী	আয়তা	তীব্রতর ন	কাকলি ন	ন	৪৫০
৩	মন্দা	মৃদু	তীব্রতম ন	চ্যুত স	তীব্র ন	৪৭৪$\frac{২}{৩}$
৪	ছন্দোবতী	মধ্যা	র্স	র্স	র্স	৪৮০

অতঃপর পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিগুলি সম্পর্কে আর্থার্ মোর্ এবং কে. কে. বর্ম্মা -কর্ত্তৃক উল্লিখিত কম্পনসংখ্যা ও পাশ্চাত্য স্বরনাম (পূর্ব্ববর্তী তালিকার সংখ্যা -নির্দ্দেশ-পূর্ব্বক) যথাক্রমে দেওয়া যাইতেছে—

। ৪ । ২৬৩ সি । ৫ । ২৭৫ সি সার্প্ । ৬ । ২৮৬ ডি ফ্ল্যাট । ৭ । ২৯৭ ডি । ৮ । ৩০৯·৩৭৫ ডি সার্প্ । ৯ । ৩১৯·৬৮৭৫ ই ফ্ল্যাট । ১০ । ৩৩০ ই । ১১ । ৩৪১ ই সার্প্ । ১২ । ৩৪৬·৫ এফ্ ফ্ল্যাট । ১৩ । ৩৫২ এফ । ১৪ । ৩৭১·২৫ এফ সার্প্ । ১৫ । ৩৮৪ জি ফ্ল্যাট । ১৬ । ৩৯৬ জি । ১৭ । ৪১২·৫ জি সার্প্ । ১৮ । ৪২৬·২৫ এ ফ্ল্যাট । ১৯ । ৪৪০ এ । ২০ । ৪৫৪·৬৬ এ সার্প্ । ২১ । ৪৬২ এ ডবল সার্প্ । ২২ । ৪৬৯·৩৩২ বি ফ্ল্যাট । ১ । ৪৯৫ বি । ২ । ৫০৬ বি সার্প্ । ৩ । ৫১৭ সি ফ্ল্যাট । ৪ । ৫২৮ সি

—The Statesman, Aug. 21 & Sept. 5, 1961

আর্থার্ মোর্ রম্যা শ্রুতিতে 'এ' সার্পের এবং উগ্রা শ্রুতিতে 'এ' ডবল সার্পের কম্পনসংখ্যা যথাক্রমে ৪৪৯·১৭৬ এবং ৪৫৯·৫৫৪ ধরিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে রোহিণী শ্রুতিতে 'এ' স্বরের সহিত জটিল আনুপাতিক সংখ্যার সৃষ্টি হওয়ায় এবং 'এ' স্বরের সহিত উহাদের বিবাদিত্ব অত্যুগ্র হওয়াতে কে. কে. বর্ম্মা রম্যাশ্রুতি ও উগ্রাশ্রুতির কম্পনসংখ্যা যথাক্রমে ৪৫৪·৬৬ ও ৪৬২ নির্দ্ধারিত করেন।

আর্থার্ মোর্ এবং কে. কে. বর্ম্মার প্রচেষ্টা প্রশংসনীয় হইলেও আমাদের সঙ্গীত-শাস্ত্রের দৃষ্টিতে উহা নির্ভুল হয় নাই, কেননা 'সি' বা 'স'এর সহিত $\frac{১}{২}$ আনুপাতিক 'জি' বা 'প' সন্দীপিনী শ্রুতিতে আসিয়া গিয়াছে, উহা আলাপিনী শ্রুতিরই অন্তর্গত হওয়া উচিত। ই. ক্লিমেন্ট্স্ 'স' এর $\frac{১}{২}$ আনুপাতিক 'প' আলাপিনী শ্রুতিতেই নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। শ্রুতিগণনার হিসাবেও 'স' হইতে ত্রয়োদশ শ্রুতিতে পঞ্চম অবস্থিত, কিন্তু নব প্রচেষ্টায় উহা দ্বাদশ শ্রুতিতে অবস্থান করিতেছে। অর্থাৎ মোর্ এবং বর্ম্মা ষড়্জের শ্রুতিও গণনার অন্তর্গত করিয়া ভুল করিয়াছেন, ষড়্জের শ্রুতি বাদেই ত্রয়োদশ শ্রুতিতে পঞ্চম অবস্থিত।

সঙ্গীতরত্নাকরোক্ত স্বরবিবরণ কেবলমাত্র ষড়্জ গ্রামেই প্রযোজ্য। মধ্যম বা ~~গান্ধার গ্রামের স্বরবিবরণ বাহুল্যভয়ে এস্থলে বর্ণিত হইল না। গ্রাম দ্রষ্টব্য।~~

বর্ত্তমানে-প্রচলিত শ্রুতি এবং স্বর -বিন্যাসের আলোচনা অপরিহার্য্য হইয়াছে। শাস্ত্রীয় শ্রুতিবিভাগ সংক্ষিপ্ত ভাবে লিখিত হইতেছে—

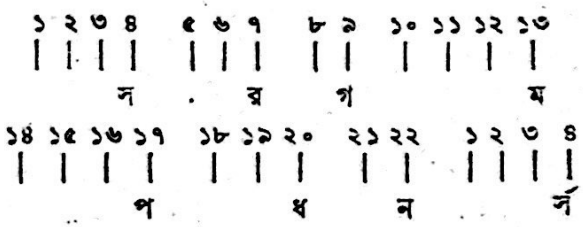

অর্থাৎ স'এর ৪ শ্রুতি, র'এর ৩ শ্রুতি, গ'এর ২ শ্রুতি, ম'এর ৪ শ্রুতি, প'এর ৪ শ্রুতি, ধ'এর ৩ শ্রুতি, ন'এর ২ শ্রুতি। ভরত, শারঙ্গদেব প্রভৃতি শাস্ত্রকারগণ বিশেষভাবে নির্দ্দেশ দিয়াছেন যে, স্বরগুলি নিজ অন্ত্যশ্রুতিতে প্রতিষ্ঠিত।

ভারতবর্ষের মূল্যবান শাস্ত্রসমুদয় সাধারণতঃ য়ুরোপীয় মনীষিগণ-কর্ত্তৃক পঠিত এবং আলোচিত হইয়া, এ কালে ভারতীয়দের পঠনোপযোগী হইয়াছে। সঙ্গীত-শাস্ত্রগুলি সম্বন্ধেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। Sir William Jones, Lieut. Col. James Tod, Captain N. Augustus Willard প্রভৃতি পণ্ডিতগণ সংস্কৃত শাস্ত্রাদি আলোচনা করিয়া, ভ্রমবশতই স এবং র স্বরের মধ্যবর্ত্তী স্থানে স'এর ৪টি শ্রুতি স্থাপন করিয়াছেন। এইরূপে অন্যান্য স্বরের শ্রুতিগুলিও তৎপরবর্ত্তী স্বরের মধ্যবর্ত্তী স্থানে স্থাপিত হইয়াছে। স্বর ও শ্রুতির এই বিভাগ সে যুগে ভ্রান্তিমূলক বলিয়া মনে হয় নাই; তাহার কারণ এই যে, পূর্ব্বোক্ত পণ্ডিতগণ তাঁহাদের ব্যবহৃত স্বরসপ্তকের সহিত এরূপ স্বর ও শ্রুতি -বিন্যাসের একটি সাদৃশ্য দেখিতে পাইলেন। য়ুরোপীয় সপ্তক বর্ত্তমানে-প্রচলিত শুদ্ধস্বরসপ্তক বিলাবল ঠাটের ন্যায়, তাহাতে স এবং র'এর মধ্যবর্ত্তী স্থানটি বৃহৎ-অন্তর-বিশিষ্ট, র এবং গ'এর মধ্যবর্ত্তী স্থানটি মধ্যান্তরবিশিষ্ট, গ ও ম'এর মধ্যবর্ত্তী স্থানটি ক্ষুদ্রান্তরবিশিষ্ট, প ধ ন স স্বরগুলিও যথাক্রমে পূর্ব্বোক্ত প্রকার স্বরান্তর-বিশিষ্ট। য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের এই ভ্রম অত্যন্ত স্বাভাবিক। তাঁহারা অবশেষে এই প্রকার শ্রুতিবিন্যাস করিলেন—

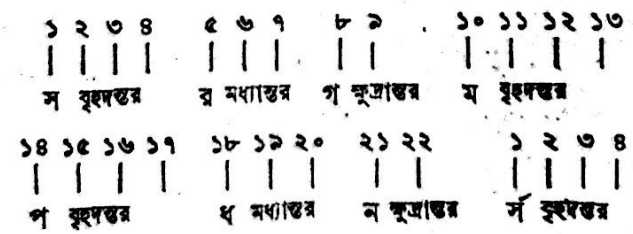

পিয়ানো যন্ত্রে স্বরগুলি এই প্রকার অন্তরেই অবস্থিত বলিয়া, য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ শ্রুতি সম্পর্কে তাঁহাদের ভ্রান্তি উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। উক্ত মনীষিগণই অষ্টাদশ খ্রীষ্টাব্দের মধ্য হইতে উনবিংশ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যকাল পর্য্যন্ত প্রায় একশত বৎসর সময়ের মধ্যে ভারতীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে অতি প্রামাণিক গ্রন্থাদি রচনা করিয়া ভারতীয় সঙ্গীতবিদ্‌গণের জ্ঞানপিপাসা নিবৃত্ত করিয়াছেন।

দুঃখের বিষয় যে, সে যুগের ভারতীয় গ্রন্থকারগণও য়ুরোপীয় মনীষিদের ভ্রান্তিকে শুদ্ধ মনে করিয়া তদনুযায়ী নিজেদের গ্রন্থাদি রচনা করিয়াছেন, স্বাধীনভাবে ঋষি-প্রণীত শাস্ত্রগুলির সম্যক্ পর্য্যালোচনা করেন নাই।

দুইশত বৎসর পূর্ব্বের য়ুরোপীয় ভ্রান্তি বর্ত্তমানে 'আধুনিক শ্রুতিস্বর' আখ্যায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া বিরাজ করিতেছে। বঙ্গদেশীয় পূর্ব্বতন গ্রন্থকারগণও এই ভ্রান্তিকে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। সর্ব্বোপরি, সঙ্গীতশাস্ত্রে-পণ্ডিত স্বর্গীয় বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে মহাশয় ঐ ভ্রান্তিকে কেবলমাত্র স্বীকার করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, বিষ্ণুশর্ম্মাভণিতায় 'অভিনবরাগমঞ্জরী' গ্রন্থের সংস্কৃত শ্লোকে ভ্রান্তিকেই নিয়মের আভিজাত্য দিয়া গিয়াছেন— ইহার একমাত্র কারণ এই হইতে পারে যে, বর্ত্তমান সঙ্গীতের আলোচনায় শাস্ত্রীয় শ্রুতিবিভাগের সহিত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সামঞ্জস্য বিধান করা অতীব শ্রমসাধ্য। তিনি লিখিয়াছেন—

এতে শুদ্ধস্বরাঃ সপ্ত স্বস্বাদ্যশ্রুতিসংস্থিতাঃ।

অতীতে ঋষি-প্রণীত শাস্ত্রে এইরূপ উক্ত হইয়াছে—

এতে শুদ্ধস্বরাঃ সপ্ত স্বস্বান্তশ্রুতিসংস্থিতাঃ।

বর্ত্তমানে সঙ্গীতশাস্ত্রের আলোচনা ও গবেষণা পূর্ব্বের তুলনায় বৃদ্ধি পাওয়াতে, অশাস্ত্রীয় শ্রুতিবিভাগ অবিলম্বেই বর্জ্জনীয় হইয়া পড়িয়াছে। শাস্ত্রোক্ত শ্রুতিবিভাগ স্বীকার করিয়া লইলে বর্ত্তমানের রাগসমূহকে শাস্ত্রোক্ত রাগের সহিত তুলনা করিয়া উহাদের সামঞ্জস্য-সাধনের প্রয়াস করা যাইতে পারিবে। কিন্তু যে স্থলে স্বরসপ্তকের মৌলিক ভিত্তিই পরিবর্ত্তিত, সে স্থলে শাস্ত্রোক্ত রাগের আলোচনা করা বৃথা পণ্ডশ্রমই হইবে।

বর্ত্তমানপ্রচলিত শ্রুতিবিভাগ যে অধিকাংশ স্থলে সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক তাহার প্রমাণে বলা যায় যে, ষড়্‌জ যদি স্বীয় আদ্য শ্রুতিতেই বিদ্যমান থাকে তাহা হইলে ষড়্‌জের অন্য তিনটি শ্রুতি ষড়্‌জ ও ঋষভ স্বরদ্বয়ের মধ্যস্থানেই বর্ত্তমান, এবং সে ক্ষেত্রে ষড়্‌জের শ্রুতিগুলি অতিকোমল এবং কোমল ঋষভের আশ্রয় কিরূপে হইতে পারে? অনেকে দৃষ্টান্ত দিবেন যে, নিষাদ এবং ষড়্‌জের মধ্যবর্ত্তী শ্রুতিগুলি

এবং মধ্যম ও পঞ্চম স্বরের মধ্যবর্ত্তী শ্রুতিগুলি যথাক্রমে ষড়্‌জ এবং পঞ্চমের শ্রুতি হইলে কোমল ষড়্‌জ না বলিয়া তীব্র নিষাদ এবং কোমল পঞ্চম না বলিয়া তীব্র মধ্যম বলা হইয়া থাকে। তদুত্তরে ইহাই বক্তব্য যে, ষড়্‌জ এবং পঞ্চম স্বরদ্বয় অবিচলিত বা অচল স্বর বলিয়া গৃহীত, অর্থাৎ ঐ স্বরদ্বয়ের কোনও বিকৃতি স্বীকার করা হয় নাই, অগত্যা ষড়্‌জ এবং পঞ্চমের শ্রুতি হইলেও উহাদের যথাক্রমে তীব্র নিষাদ ও তীব্র মধ্যমের আশ্রয়স্বরূপ গ্রহণ করা হইয়াছে।

ষড়্‌জ স্বরসপ্তকের আদি এবং জনক স্বর, সুতরাং তাহার বিকৃতি বর্ত্তমানে স্বীকৃত হয় না; সেইরূপ ষড়্‌জের প্রধান সম্বাদী স্বর বলিয়া পঞ্চমেরও বিকৃতি স্বীকৃত হয় না। তদুপরি স্বরাষ্টকের অঙ্গবিভাগে সরগম স্বরচতুষ্টয়কে পূর্ব্বাঙ্গ এবং পধনর্স স্বর-চতুষ্টয়কে উত্তরাঙ্গ বলা হয়। ইহা লক্ষিত হইবে যে, সরগম স্বরচতুষ্টয়ের পূর্ব্বাঙ্গে ক্রমোচ্চতার পরিস্থিতি যেরূপ পধনর্স স্বরচতুষ্টয়ের উত্তরাঙ্গে ক্রমোচ্চতার পরিস্থিতিও সেইরূপ। সুতরাং ষড়্‌জের বিকৃতি না হইলে পঞ্চমেরও বিকৃতি সম্ভবপর নহে।

কোনও কোনও য়ুরোপীয় বিজ্ঞানী শ্রুতির পরিবর্তে 'সেন্ট্'-নামক একক দ্বারা স্বরের উচ্চতার পরিমাপ করিয়াছেন, ~~কিন্তু এ স্থলে উহা অবান্তর-বোধে উল্লিখিত হইল না।~~ স্বরের কম্পন-সংখ্যা বৈজ্ঞানিক যন্ত্র-নির্দ্ধারিত এবং বিশ্বের সর্ব্বত্র প্রমাণিত, ~~সুতরাং উহার উল্লেখ করা হইয়াছে~~। ঐ কম্পন-সংখ্যার সাহায্যে স্বরসপ্তকের স্বরগুলির পরস্পর অনুপাত নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে। এ বিষয়ে বিজ্ঞানি-গণের স্বীকৃত স্বরকম্পন-সংখ্যাই ব্যবহৃত হইল—

স = ২৪০ ∴ র:স = ৯/৮; গ:স = ৫/৪; ম:স = ৪/৩; প:স = ৩/২; ধ:স = ৫/৩; ন:স = ১৫/৮; র্স:স = ২

র = ২৭০ ∴ গ:র = ১০/৯; ম:র = ৩২/২৭; প:র = ৪/৩; ধ:র = ৪০/২৭; ন:র = ৫/৩; র্স:র = ১৬/৯

গ = ৩০০ ∴ ম:গ = ১৬/১৫; প:গ = ৬/৫; ধ:গ = ৪/৩; ন:গ — ৩/২; র্স:গ = ৮/৫

ম = ৩২০ ∴ প.ম = ৯/৮; ধ:ম = ৫/৪; ন:ম = ৪৫/৩২; র্স:ম = ৩/২

প = ৩৬০ ∴ ধ:প = ১০/৯; ন:প = ৫/৪; র্স:প = ৪/৩

ধ = ৪০০ ∴ ন:ধ = ৯/৮; র্স.ধ = ৬/৫

ন = ৪৫০ ∴ র্স:ন = ১৬/১৫

র্স = ৪৮০

ভারতীয় নিয়মে কোনও স্বরই কম্পনসংখ্যা-দ্বারা নির্দ্দিষ্ট নহে, যে-কোনও স্বরই 'স' হইতে পারে, কিন্তু য়ুরোপীয় স্বরগুলি কম্পনসংখ্যা-দ্বারা অবিচলিতভাবে সুনির্দ্দিষ্ট। ~~স্বর দ্রষ্টব্য।~~